বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বে-সরকারী বিদ্যালয়ে অনুদান

সত্য অপ্রিয়। তবু অপ্রিয় সত্য হচ্ছে যে অধিকাংশ বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্ভর করতে হয় সরকারী অনুদানের উপর। মাসান্তে বেতন দেয়ার নিয়ম এবং প্রত্যেক শিক্ষকের একটি বেতন কাঠামো প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে। তবে অনিবার্য কারণে এ নিয়ম একান্তই কাগুজে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত বেতন দিতে পারে না। ফসলের মওসুমে বা বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে কিছু বেতন আদায় হলেও শিক্ষকদের মুখ্যত সরকারী অনুদানের উপরই নির্ভর করতে হয়।

এই অনুদান নিয়ে অনেক ঝামেলা এবং ঝাপলা আছে। কোন শিক্ষক নিযুক্ত হলেই অনুদান পাওয়ার যোগ্য হন না বিভিন্ন শর্ত পূরণ করার পরেই সে শিক্ষককে অনুদানপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান পেতে হয়। এতে দীর্ঘদিন লাগতে পারে। ফলে দীর্ঘদিন নতুন নিযুক্ত শিক্ষক সরকারী অনুদান পান না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত বেতন দিতে পারে না। অপর যারা সরকারী অনুদান পান তাদের সমস্যাও কম নয়। সরকারের পক্ষ থেকে ৪ কিস্তিতে এই অনুদান দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি তিন মাস পরে একসঙ্গে তিন মাসের অনুদান পান শিক্ষকেরা। তবে এ অনুদান যে তিন মাস পরেই আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন গত ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর অনুদান মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়ার কথা থাকলেও এখনও এই অনুদান শিক্ষকদের হাতে পৌঁছেনি। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে এ পরিস্থিতি শিক্ষকদের বিপর্যস্ত করতে পারে নিঃসন্দেহে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের পক্ষ হতে প্রতি মাসে অনুদান দেয়ার আবেদন জানান হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহৃদয়তার সাথে এ আবেদন বিবেচনা করেছেন এবং প্রতি মাসে নিয়মিত অনুদান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাবার কথা বলেছেন। কথা ছিল মার্চ মাস থেকে প্রতি মাসের অনুদান প্রতি মাসে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনও তা কার্যকর হয়নি। আমরা মনে করি কোন অনিবার্য কারণে গত কয় মাসের অনুদান দেয়ায় অন্তরায় সৃষ্টি হলেও কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ অর্থনৈতিক অনুদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারণ টাকা যখন দিতেই হচ্ছে এবং দিতে হবে তখন প্রাপকদের সুযোগ-সুবিধা এবং অনুদানের সদ্ব্যবহারই হবে প্রধান লক্ষ্য।